সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

عشرة أيام فى حياة الرسول

—এর অনুবাদ

রাসুল সা.-এর জীবনের অন্যতম দশদিন

ড. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ

অনুবাদ

মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সীরাত | **রাসুল সা.-এর জীবনের অন্যতম দশদিন**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪১ / জুন ২০১৯
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94323-7-1

মূল্য : ৳৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

সীরাত পাঠ—প্রতিটি মুসলিমের জন্যই আবশ্যকীয় কর্তব্য। এক্ষেত্রে একবার পড়েছি, দুবার পড়েছি কিংবা এই বই সেই বই পড়েছি বলার সুযোগ নেই; বরং সারা জীবনই এর পাঠ, চর্চা ও অনুধাবন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা জরুরী। যুগে যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতেই থাকবে। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ও সীরাত-গবেষকদের লেখায় সীরাতের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান আলোচিত হয়েছে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও শিক্ষাকে সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং একই সঙ্গে বিজ্ঞ পাঠকদের মনন, মেধা ও প্রজ্ঞার বিবেচনা করে লিখেছেন—মানুষের আত্মার খোরাক জুগিয়েছেন। এ প্রচেষ্টার অনেক গ্রন্থই কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। প্রসিদ্ধ মিশরীয় লেখক খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ রচিত عشرة أيام في حياة الرسول-এর অনুবাদ *রাসূল সা.-এর জীবনের অন্যতম দশদিন* এরকমই একটি সীরাতগ্রন্থ।

এ গ্রন্থটিতে ধারাবাহিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী বর্ণনা করা হয়নি; বরং মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তি রাসূলের জীবনের দশটি দিবসের আলোচনা করা হয়েছে। এই দিবসের ধারণাটি সংক্ষিপ্ত মনে হলেও আসলে তা নয়। এখানে 'দিবস' মানে একেকটি উজ্জ্বল, চিরভাস্কর এবং সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা—যা পাঠককে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের আলোয় যেমন উদ্ভাসিত করবে, তেমনি রাসূলের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসায় আপ্লুত করবে। এ এক অবিশ্বাস্য লেখনী! পরিচিত শব্দভান্ডারে এর বর্ণনা দেওয়া কঠিন। সুতরাং এটি না পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব; সীরাত-গবেষক ও লেখক। তার আবেগ ও বর্ণনাভঙ্গি, সাহিত্য ও পরিমিতবোধ বিস্ময়কর। সঙ্গতকারণেই তার গ্রন্থ অনুবাদ করা কঠিন। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছে আমার বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয। এটিই তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। সে কখনো স্কুল-কলেজে পড়তে চায়নি। ছয় বছর বয়সেই প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের উত্তরার মাদরাসায় পড়াশোনা

শুরু করে এবং তারই ছায়ায় বেড়ে ওঠে। দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর এখন উসুলুল ফিকহ পড়ছে। প্রফেসর হযরত প্রায়ই বলেন, 'ইংরেজি-বাংলা—সে তো আকাশে-বাতাসে আছে। এমনিতেই শিখে যাবে।' হযরতের এই কথার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমার এই ছেলে। তার অনুবাদ যেমন সহজবোধ্য, তেমনি সাবলিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তার অনুবাদে সত্যিকার অর্থেই মূল লেখকের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়েছে।

সমকালীন বিশিষ্ট সংকলক ও দ্বীনী ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১১ জুন ২০২০

অনুবাদকের কথা

সময় থেমে থাকে না। জীবন থেমে যায়—মৃত্যুবরণ করে। জন্ম হলে মৃত্যু নিশ্চিত। দুনিয়াতে জীবনের সব উপকরণই ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী হিসেবে যা কিছু চিন্তা করা যায়, তা সবই মৃত্যুর পরে—আখেরাতে। মানুষ এই মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চায়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা তার মনে থাকে না। ভোগবিলাসে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একসময় মৃত্যুর কথাও তার মনে থাকে না। অথচ আল্লাহ আমাদের আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যই তৈরি করেছেন। সেখানে সফল হওয়ার উপায়-উপকরণ বলে দিয়েছেন। এজন্য তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে জীবনের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-গন্তব্য বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাদের জীবন ছিল আদর্শ জীবন। তাদের ইতিহাস ছিল গৌরবময়। কাল-পরিক্রমায় বহু নবী-রাসূল এসেছেন। উম্মতকে হেদায়েতের বাণী শুনিয়েছেন। তারপর তারাও নির্ধারিত সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

আল্লাহর প্রজ্ঞাময় ফায়সালা ছিল—নবুওয়াতের এই ধারার সমাপ্তি হবে। তবে সর্বশেষ নবীর আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষ তার জীবন-চরিত্র অধ্যয়ন করবে, শিহরিত হবে এবং পরিশেষে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর পথে নিজেদের উৎসর্গ করবে। এভাবেই মানুষ সফলতার শিখরে পৌঁছতে সমর্থ হবে। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গোটা মানবজাতির জন্য আদর্শ, অনুসরণ-অনুকরণী এবং সর্বোপরি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তারই মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন :

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

তবে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তিনি আখেরী নবী। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের জীবনবৃত্তান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তার জীবন-ইতিহাসেই নিহিত রয়েছে কুরআনের যথাযথ প্রয়োগ ও মানবতার চূড়ান্ত সফলতা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের জীবনাদর্শ

নিয়ে রচিত। এটি গতানুগতিক কোনো সীরাতগ্রন্থ নয়। ইতিহাসের পাশপাশি এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের উন্নত মানবিক বোধ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাঠকের মননে গ্রন্থটি অপূর্ব বর্ণনাশৈলীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের জীবন-চরিত অধ্যয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

প্রসিদ্ধ আরব লেখক খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ রচিত عشرة أيام فى حياة الرسول-এর অনুবাদ—*রাসূল সা.-এর জীবনের অন্যতম দশদিন*—আমার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী অনুবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হওয়ায় আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমি কখনোই এ কাজের যোগ্য ছিলাম না। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে এ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং তা সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন। আর এ কাজে অনেকেই আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে আমার সম্মানিত আব্বাজান দামাত বারাকাতুহুম—আমার প্রতি যার অনুগ্রহ অপিরসীম—না হলে হয়তো লেখাখির আগ্রহ জন্মাত না, শেখা হতো না জীবনের অনেক কিছু। তারই তত্ত্বাবধানে আমার এই অনুবাদ। তার সম্পাদনায় আমার এই সামান্য লেখা অসামান্য হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশেষে তারই স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে এটি প্রকাশিত হচ্ছে।

মহান আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে কবুল করুন এবং এর অসিলায় আমার সকল আসাতেযায়ে কেরামসহ এ গ্রন্থের পাঠক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

আব্দুল্লা মুআয ইবনে আদম আলী
তাখাসসুস—উসূলুল ফিকহ
মদীনাতুল উলুম মাসনা মাদরাসা, ঢাকা

২৪ রমাযান ১৪৪৪ হি.
১৮ মে ২০২০ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রথম দিন	নির্বাচন-দিবস	১৫
দ্বিতীয় দিন	ওহী অবতরণ দিবস	২৭
তৃতীয় দিন	তায়েফ দিবস	৪৫
চতুর্থ দিন	আকাবা দিবস	৫৯
পঞ্চম দিন	হামযা দিবস	৭৩
ষষ্ঠ দিন	হুদাইবিয়ার দিবস	৯৩
সপ্তম দিন	মক্কা বিজয় দিবস	১১৩
অষ্টম দিন	হুনাইন দিবস	১২৫
নবম দিন	প্রাধিকার দিবস	১৩৯
দশম দিন	বিদায় দিবস	১৪৯

উৎসর্গ

আমার সকল ভালো কাজ তাঁর জন্যই উৎসর্গিত—যিনি কুরআন নাযিল করে আমাদের শিখিয়েছেন :

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

এবং বলো ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করেন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৪)

▶ অনুবাদক

ভূমিকা

তেষট্টি বছর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-ইতিহাস। এর মহত্ত্ব সর্ব স্বীকৃত। পৃথিবীর সকল বিদ্বান-পণ্ডিত এই ইতিহাস পড়ে প্রতিনিয়ত অভিভূত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবন একটি সুবিন্যস্ত কাঠামো। উত্তম চরিত্র ও পূর্ণতার উজ্জ্বল নমুনা—মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ, জীবন চলার উত্তম পাথেয়।

মানুষ যখন জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে এক অস্থির জীবন পার করছিল, তখন ভূপৃষ্ঠে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। তার আগমন সাধারণ একজন মানুষের মতো ছিল না, যে সকাল-সন্ধ্যা মানুষের ভিড়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, সময়ের স্রোতে ভেসে যায়; বরং তার আগমন ছিল একটি বিপ্লব। মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুনরাবৃত্তির এক মহৎ আহ্বান নিয়ে তার আগমন হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত জীবন-বিধান প্রত্যেক যুগে সকল ক্ষেত্রে ফলপ্রসু। স্বভাবগত শক্তির ঊর্ধ্বে এটি ছিল আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা; যা মানব-আত্মাকে তার মূল পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, যিনি আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আলো-অন্ধকার বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য বাছাই করেছিলেন। তাই এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত সর্বোচ্চ আল্লাহভীতি এবং পবিত্রতায় পূর্ণ হবে, তার জীবনী যুগে যুগে পঠিত হবে এবং ইতিহাসে তার জীবনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর মতো দ্বিতীয় কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই—যার প্রতিটি ঘটনা এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত বিশদ বিবরণে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা, প্রতিটি পদাঙ্ক, প্রতিটি আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাস, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর প্রসংশা করেছেন, প্রতিটি শ্রবণ, যা তাকে প্রফুল্ল করেছে এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র;

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল অবস্থা যুগের পরম্পরায় এমন একদল মানুষের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসেছে—যারা ইতিহাসে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে সর্বস্বীকৃত ছিলেন। আর এটিই ছিল, অতীতের ইতিহাস সংরক্ষিত রাখার সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

চৌদ্দশ বছর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এতদিন পরেও আমরা তার সীরাত অধ্যয়নে প্রফুল্লতা অনুভব করি; গতানুগতিক কোনো পাঠ্য-পুস্তকের মতো নয়; বরং তার সীরাতপাঠে আমরা প্রতিনিয়ত অভিভূত হই, অনুভব করি তার সংস্পর্শ। লিখিত সীরাত পড়ে আমরা তার সাথে জীবন যাপন করার আনন্দে প্রাণবন্ত হয়ে উঠি।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যাকে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন তার জীবনবৃত্তান্ত দ্বিপ্রহরের থেকেও সুস্পষ্ট থাকবে, এটা কেবলই তার যুগের মানুষের কাছে নয়, বরং প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত্রে নিজ সফলতা ও উত্তম আদর্শ খুঁজে পাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন নিয়ে আমরা এই গ্রন্থে আলোচনা করব। তার জীবনের মহান কয়েকটি দিন নিয়ে আমরা চিন্ত-ভাবনা করব। এতে আমাদের কিছু সময় তার সীরাত অধ্যায়নে ধন্য হবে, যা আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে হেদায়াতের আলো ছড়াবে। ইনশাআল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৌরবময় জীবনের প্রতিটি দিন কষ্ট-সাধনায় অতিবাহিত হয়েছে। তার গোটা জীবন থেকে আমরা এমন দশটি দিন বাছাই করেছি; যা অধ্যয়ন করে আমরা উপলব্ধি করতে পারব—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জীবনগঠনে খোদাপ্রদত্ত মৌলিক রহস্য কী ছিল। গোটা জীবন থেকে দশ দিন বাছাই করার অর্থ এই নয় যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিনগুলো বিভক্ত করে ফেলেছি; বরং তার জীবনের প্রত্যেকটি দিন উম্মতের জন্য সমানভাবে আদর্শ। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কষ্ট-সাধনার এক গৌরবময় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমরা কেবল এমন কয়েকটি দিন বাছাই করেছি, যে দিনগুলোতে জীবনের বহু অভিজ্ঞতা, বহু বৈশিষ্ট্য এবং উম্মতের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে; যা সর্বযুগের আবেদন পূর্ণ করতে সক্ষম।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে 'দিন' বলতে চব্বিশ ঘণ্টার এক দিন বা এরকম কোনো নির্ধারিত সময়কে বোঝানো হয়নি (যদিও অনেক ক্ষেত্রে পাঠক এর মিল পেতে পারেন), বরং এখানে 'দিন' হিসেবে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও এর ব্যাপ্তিকাল বোঝানো হয়েছে—এটি পাঠকদের মনে রাখা জরুরী। এজন্য এখানে কোথাও বাস্তব দিনের সাথে মিল রেখে ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কোথাও কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ একদিনের শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একেকটি অধ্যায়কে আমরা একেকটি দিন হিসেবে চিত্রায়ন করেছি। আশা করি, এই গ্রন্থ অধ্যায়নে আমরা ইবাদতের মহত্ত্ব; সত্যের পথে অবিচলতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হব এবং আমাদের হৃদয়ে দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার স্পৃহা সৃষ্টি হবে। ইনশাআল্লাহ।

পাঠক, চলুন তাহলে আমরা পরিপূর্ণ বিনয় ও পবিত্র অন্তকরণ নিয়ে আমাদের পাঠ শুরু করি; আমাদের বিনয় হবে সাহাবীদের মতো আর অন্তকরণ হবে রাসূলপ্রেমে উদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত; যাতে আত্মিক অনুভূতি পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং জীবন চূড়ান্ত সফলতায় পৌছায়।

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ

প্রথম দিন

নির্বাচন-দিবস

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

আর আল্লাহ কখনো তাদের ওপর আযাব নাযিলকারী নন যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে ছিলেন।

▶ সূরা আনফাল, ৮ : ৩৩

| এক |

আজকের এই দিনটি নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বের কোনো একদিন। নবুওয়াতের পূর্বে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রিসালাতের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল, তখনকার দিনগুলো থেকে আমরা এই দিনটি বাছাই করেছি। আমরা এই দিনটি বাছাই করেছি এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে। নবুওয়াতপূর্ব এই দিনগুলো ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-ইতিহাস অপূর্ণ। কেননা, এই দিনগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

এই দিনগুলো বহু অলৌকিক ইতিহাসের সাক্ষী। তবে নবুওয়াতপূর্ব দিনগুলো এক এক করে বর্ণনা করতে গেলে গ্রন্থটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। অল্প পরিসরে তা বিস্তারিত আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তাই আমরা এমন একটি দিন বাছাই করেছি, যেখানে নবুওয়াতপূর্ব সকল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। পাঠকগণ এই একটি দিনের ঘটনা পড়ে নবুওয়াতপূর্ব দিনগুলোর একটি মৌলিক চিত্র ও নির্দেশনা অনুধাবন করতে পারবেন।

নির্বাচন-দিবস। এটি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট নির্দেশনাসহ পথপ্রদর্শনকারী একটি দিন। জীবনের মোড় পরিবর্তনে এটি একটি বিপ্লব ও জাগরণ, যা বর্তমানকে সাফল্যে পৌঁছায় আর ভবিষ্যতকে আলোকিত করে। এই দিনটি নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআনে কারীমের এই আয়াতের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব; আল্লাহ তাআলা বলেন :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

আল্লাহ ভালো জানেন কোথায় পাঠাবেন তাঁর পয়গাম। (সূরা আনআম, ৬ : ২৪)

এই দিনটি নবুওয়াতের আগে চল্লিশ বছরের সারমর্ম বর্ণনা করতে সক্ষম। মানবজাতির আদর্শ শেষ নবী আগমনের বার্তাবাহক ছিল এই দিন। এই দিনের ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়, অতি নিকটেই এমন একজন মহান ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি হবেন আগামীর আদর্শ নেতা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অনুসৃত ব্যক্তি। যিনি উদার মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে বিশ্ববাসীকে নবুওয়াতের বাণী শোনাবেন। মানবজাতির জন্য রহমত এবং তার বিরুদ্ধাচারণকারীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীলরূপে অচিরেই তার আগমন ঘটবে।

|দুই|

নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল পয়ত্রিশ বছর। তখনো তার কাছে কোনো ওহী আসেনি। তিনি সত্য-সন্ধানে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। কুরাইশরা একদিন বাইতুল্লাহর সংস্কার কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন কাবা ছিল কিছু শক্ত পাথরবেষ্টিত দেওয়াল, ছাদ ছিল না। কোনো প্রলেপও ছিল না তাতে, যা সৌন্দর্য বর্ধন করবে এবং পাথরগুলো মজবুতভাবে আটকে রাখবে। তার কাঠামও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই কুরাইশদের ইচ্ছা হলো, কাবা পূনঃর্নিমাণ করার। তারা তাদের দায়িত্ববোধ থেকে কাবার যথার্থ মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাদের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সম্পদ এতে ব্যয় করার জন্য নির্ধারণ করা হলো। সবাই যখন এই মহৎ কাজের জন্য জমা হলো, তখন আবু ওয়াহাব ইবনে আমর কুরাইশ গোত্রকে সম্বোধন করে বলল, 'হে কুরাইশ জাতি, তোমরা কেবলই তোমাদের সর্বোত্তম সম্পদ কাবা নির্মাণে ব্যয় করবে। সাবধান! ব্যাভিচারিণীর মোহর, সুদ এবং কোনো যুলুমের অর্থ এখানে ব্যয় করবে না।'

এরপর সবাই মিলে কাজ শুরু করল। পুরো কাজ সব গোত্রের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলো। পাথর বসানো, প্রলেপ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় কাঠের টুকরো দিয়ে কাবার নির্মাণকাজ চলছিল। গৌরব ও মর্যাদার আশায় কুরাইশদের সকল শাখা-উপজাতি এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

হজরে আসওয়াদ—আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ছিল এই পাথর। যখন হজরে আসওয়াদ যথাস্থানে রাখার সময় হলো, তখন লোকেরা কানাঘুষা শুরু করল—কে এই পাথর যথাস্থানে রাখবে, কোন বংশ আজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে? এটি এমন গৌরবময় পুণ্যকাজ যেখানে কেউ নিজের ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে রাজি নয়। প্রয়োজনে যুদ্ধ হবে, রক্তপাত ঘটবে, তবুও এই সৌভাগ্য হাতছাড়া করতে কেউ প্রস্তুত নয়।

তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি বেড়েই চলল। এই মতানৈক্য একপর্যায়ে ভয়ানক গৃহযুদ্ধের রূপ নিল। বনূ আবদে-দার রক্তে পরিপূর্ণ একটি পেয়ালা উপস্থিত করল এবং বনূ আদীর সাথে সেই পেয়ালায় হাত চুবিয়ে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তারা এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মৃত্যুর শপথ করা থেকেও পিছু হটল না।

এই ভয়াবহ সংকটের মধ্যেই পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কোনো সমাধান হচ্ছিল না। তারাও বুঝে উঠতে পারছিল না—কীভাবে এর সমাধান সম্ভব! ষষ্ঠ দিন। মসজিদে হারামে সকল গোত্রের লোকজন বসে আছে। তাদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির পরামর্শ—যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তাকেই এই বিষয়ে মীমাংসার জন্য বলা হবে—সকলের নিকট যথার্থ মনে হয়েছে এবং সবাই তা মেনে নিয়েছে। এজন্য সবাই এখন অপেক্ষমাণ। দরজার দিকে সবার দৃষ্টি—কে আসবে? এই অশান্ত পরিবেশ শান্ত করতে কার এত দূরদর্শিতা আছে? কে-ইবা পারবে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে? এমন অনেক প্রশ্ন সবার মনে উঁকি দিতে লাগল।

পৃথিবীতে যত প্রশংসার বাণী উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, কারও আগমনের স্লোগানে যত সমাবেশ মুখরিত হয়েছে—তার মধ্যে আজকের সংবর্ধনা সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। কেনই-বা দৃষ্টিনন্দন হবে না? আজকের আগন্তুক তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উপিস্থিত লোকদের অপেক্ষমাণ দৃষ্টি যেন তাকেই মনে মনে নির্ধারণ করে রেখেছিল। তাদের চূড়ান্ত ফায়সালা করার জন্য তাকে দেখা মাত্রই সবাই বলে উঠল : এ তো দেখছি—মুহাম্মাদ, খুবই বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আমরা তার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকব।